প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ

ডিসিদের প্রতি ৭২ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সারাদেশে গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত সরকারী প্রাইমারী স্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় নানা অনিয়ম, নকল ও বেশ কিছু জেলায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির চেয়ারম্যানদের আগামীকালের (মঙ্গলবার) মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে গতকাল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর হাবিবুর রহমান কাবিলী ইনকিলাবকে বলেন, ইতিমধ্যেই কিছু জেলা থেকে তদন্ত প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে। তাতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কার্যত অভিযোগের কোন সত্যতা পাওয়া যায়নি। রংপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নিলফামারী, গাইবান্ধা, পাবনা, কুড়িগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, শেরপুর, মাদারীপুরসহ ১৬টি জেলায় পরীক্ষার আগে কিছু প্রতারক প্রশ্নপত্রের নামে উচ্চ মূল্যে হাতে লেখা সাজেশন বিক্রি করে। যার সাথে মূল প্রশ্নপত্রের হুবহু কোন মিল ছিল না। অথচ একে একটি চক্র অসৎ উদ্দেশ্যে সুকৌশলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা বলে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। মহাপরিচালক জানান, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা যেভাবে জেলা প্রশাসকদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সহকারী শিক্ষক পদের নিয়োগ পরীক্ষাও ঠিক একইভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপরন্তু জেলা শহরের বাইরে কোন পরীক্ষা কেন্দ্র না থাকায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোন সুযোগই এখানে নেই। যারা পরীক্ষার্থীদের

৪-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগ

৮-এর পৃষ্ঠার পর

বিভ্রান্ত করে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতানোর অপচেষ্টা করেছিল তাদের অনেককেই গ্রেফতার এবং ভুয়া পরীক্ষার্থীদেরও আটক করে কোর্টে চালান দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারপরও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের ৭২ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করতে বলা হয়েছে। এতে কোন অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে কড়া ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে এই পরীক্ষা কমিটির কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক মীর্জা মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম জানান, সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় সারাদেশে অসদুপায় অবলম্বনের জন্য ৮৩২ প্রার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আগের শুক্রবারে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় সারাদেশে বহিষ্কৃত হন ৭৫ জন। উল্লেখ্য, সারাদেশের সরকারী প্রাইমারী স্কুলের ৮ হাজার ৪৬২টি শূন্য পদের বিপরীতে গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় ৩ লাখ ৩৩ হাজার ২৭৭ জন বৈধ প্রার্থীর মধ্যে ৬১ জেলায় ২ লাখ ৮৯ হাজার ১৯২ জন প্রার্থী অংশ নেন। এছাড়া আগের শুক্রবার অনুষ্ঠিত প্রধান শিক্ষক পদের লিখিত পরীক্ষায় ১ হাজার ৭৬৫টি শূন্য পদের বিপরীতে ৪৬ হাজার ৯৫০ জন বৈধ প্রার্থীর মধ্যে সারাদেশে ৩৯ হাজার ১০২ জন প্রার্থী অংশ নেন। আগামী ৩০ জুনের মধ্যে প্রধান শিক্ষক পদের লিখিত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন এবং ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে সহকারী শিক্ষক পদের লিখিত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে।